দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

104

শিক্ষাঙ্গন

গৃহ শিক্ষক বনাম নোট বই

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের পাঠ্য-পুস্তকের বিশেষ করে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের বইপত্র নতুন করে লেখা হয়েছে। নতুন বিষয়বস্তুরও সংযোজন হয়েছে। উদ্দেশ্য ঃ বাংলাদেশের শিশু-কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষার মাধ্যমে যেন দেশজ সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে তারা যেন দেশজ চেতনা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক ও পৃষ্ঠপোষক হয়ে জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপুষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। অন্ততঃপক্ষে নতুন পাঠ্য-পুস্তক বিশেষ করে সমাজ পাঠ ও বাংলা সাহিত্য পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তা-ই মনে হয়।

শিক্ষার মান ও মূল্য উন্নত রাখার জন্যে এ দেশের অষ্টম শ্রেণী হতে শিশু শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের 'বোধিনী' তথা অর্থ বই ছাপানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সম্ভবত এই কারণে যে, এ ধরনের নোট বইয়ের প্রভাবে ছেলে-মেয়েদের পাঠ্য-পুস্তক যথাযথভাবে অধ্যয়ন ব্যাহত হয়। দ্বিতীয়ত নোটবইগুলো অজস্র ভুলভ্রান্তি এবং অপ্রাসঙ্গিক লেখায় ভরা। ফলে এ ধরনের নোট বই শিক্ষার সহায়ক অপেক্ষা শিক্ষার বিকৃতি ও অধঃপতন ঘটাচ্ছে ভয়ংকরভাবে। তৃতীয়ত টেক্সট বুক অপেক্ষা নোট বইয়ের দাম বেশী এবং নোট বই ছাড়া টেক্সট বই বিক্রি না করার মাধ্যমে নোট বই-এর বাজার সৃষ্টি করা। মোটামুটি এইসব কারণে নোট বই বিক্রি নিষিদ্ধ হয়েছিল এদেশে; আজ থেকে প্রায় ৫/৬ বছর পূর্বে। নোট বইয়ের ব্যবসা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এই 'নিষিদ্ধ আদেশ' আমাদের অন্যান্য চলিত দুর্নীতির সাথে 'নোট বই বিক্রি' আর একটি নতুন দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে। লেখাপড়ার জগতে এইভাবে দুর্নীতির রাহুগ্রাসে জড়িত হয়েছে নোট বই লেখক, প্রকাশক, বই ব্যবসায়ী ও ছাত্র অভিভাবক সম্প্রদায়ের অনেকে। আর এতে এটাই প্রমাণ করে, এদেশে নোট বইয়ের প্রয়োজনীয়তা এখনও অনুভূত হচ্ছে তীব্রভাবে।

এই প্রয়োজনীয়তা নানাজনের নিকট নানা রকম হতে পারে।

এক ঃ পাঠ্য-পুস্তকের পাঠ পরিবেশনের ভাষা ও পদ্ধতি শ্রেণী বিশেষে শুধু অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয়ই হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধি করাও দুঃসাধ্য। বিশেষ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে নবম-দশম শ্রেণীর সমাজপাঠ, সমাজ বিজ্ঞান পুস্তকসমূহ এর দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া ইংরেজী টেক্সট বুকের কতকগুলো অধ্যায় রয়েছে যেগুলো বিজ্ঞান পারদর্শী শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সৌর পুকুর— 'সোলার পণ্ড' ইত্যাদি ধরনের পাঠ দেখে মনে হয় ইংরেজী বইটি সমাজ পাঠের মতই পাঁচ মিশালী। শুধু ইংরেজী অথবা বিজ্ঞান— এ দু'টোর কোন এক বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে এই ক্লাস নেয়াটা বেশ আয়াসসাধ্য ও বিতৃষ্ণামূলক। ফলে ছাত্রের অবস্থাও তথৈবচ দাঁড়ায়।

দুই ঃ ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত এত বৈষম্যমূলক যে, নির্ধারিত প্রতি ঘন্টায় নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে সার্থক শিক্ষাদান শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না।

তিন ঃ কতিপয় পাঠ্যপুস্তক যেমন সমাজ বিজ্ঞানের 'এসো নিজে করি' সমাজ পাঠের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্রেণীতে 'সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, সংবেদনশীল, সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি ভাষা-পরিভাষা সমন্বিত পাঠ ও বিষয় কোমলমতি ছাত্রদের জন্যে শুধু অনাবশ্যকই নয়, বরং এদের অধ্যয়নের মন-মানসিকতার উপর একটি অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়।

এসব কারণে এবং অন্যান্য আনুষংগিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে চোরাইপথে আবির্ভূত নোট বইয়ের পাশাপাশি গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিণামে দেখা দিয়েছে গৃহ শিক্ষক বনাম নোট বইয়ের চাহিদার চিন্তা-ভাবনা। পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও ভাব উপলব্ধিতে দুর্বোধ্যতা নোট বই ব্যবহারের অপকারিতা এবং সবশেষে শ্রেণী কক্ষে পাঠদানের অপর্যাপ্ততার কারণে গৃহ শিক্ষক নিয়োগ অনেকটা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। ফলে শ্রেণী কক্ষের শিক্ষাদানের ফলাফল প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক না হয়ে বর্তমানে তা গৃহ শিক্ষকের প্রভাব ভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষা পাস ও সনদ প্রাপ্তির জন্যই যেন এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন বলে মনে হয়। শিক্ষাঙ্গন হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান-মর্যাদা আজ ক্ষুণ্ন হতে বসেছে। শিক্ষার এহেন করুণ অবস্থার আশু সমাধানের জন্যে নিম্নরূপ চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে।

এক ঃ 'অর্থবই'-এর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এই দৃষ্টিতে যে সুন্দর সার্থক অর্থবই লিখার জন্যে আদর্শ শিক্ষক, প্রকাশক ও বই ব্যবসায়ীগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। উদ্দেশ্য হবে ঃ আদর্শ নোট বই যেন আদর্শ গৃহ শিক্ষকের বিকল্প হয়ে ছাত্র সমাজের কাজে আসে।

দুই ঃ আদর্শ অর্থ বই হবে মূল পাঠ্য বইয়ের ব্যাখ্যা। সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের নমুনা ও এগুলোর উত্তরদানের পদ্ধতি থাকবে এতে। পরীক্ষা পাসের তথা 'সাজেশনের' আংগিকে এসব নোট বই না লিখে বরং প্রশ্নোত্তর কলাকৌশল শিক্ষাদানই হবে এর মূল লক্ষ্য।

তিন ঃ ভবিষ্যতের পুনঃ সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকের দুর্বোধ্য ভাষা ও পরিভাষাকে সহজতর করার লক্ষ্যে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ যত্নবান হবেন যাতে কোমলমতি ছেলে-মেয়েরা এসব পুস্তক পাঠে অনীহার শিকার হতে মুক্ত হতে পারে। যেসব বিষয় ছেলে-মেয়েদের বয়স-মেধা ও শ্রেণী অনুযায়ী অনুপযোগী, সেসব বিষয় অবশ্যই পাঠ্য বই হতে বাদ দেয়া উচিৎ। এতে 'ড্রপ আউটস'-এর সংখ্যাও হ্রাস পাবে।

চার ঃ বাজে নোট বইয়ের ভুল, বিভ্রান্তির জন্য লেখক, প্রকাশক ও ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেয়ার বিধান প্রণয়নও কার্যকর করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, বিদেশের পাঠ্যপুস্তকসমূহ শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতার শক্তিসামর্থ অনুযায়ী আন্তরিকতা সহকারে লেখা হয়, শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ ও মনোরঞ্জনের জন্যে ছবিসহ নির্ভুলভাবে ঝক্‌ঝকে ছাপানো ও বাঁধাই করা হয়। এতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শ্রেণী কক্ষের পাঠদানে অনুপ্রাণিত হয়ে আপন শ্রম ও চেষ্টায় নিজেই নতুন পাঠ অধ্যয়ন করতে সক্ষম হয়। প্রতিটি নতুন পাঠই তার নিকট উৎসাহজনক হয়ে উঠে। আমাদের দেশের অনেক কিণ্ডারগার্টেন ও সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত কারণে বিদেশী বই-পুস্তক পড়াতে দেখা যাচ্ছে। আমাদের দেশেও পাঠ্যপুস্তকসমূহের মান ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ। তাহলেই নোট বই ও গৃহ শিক্ষকের আর্থিক ঝক্কি ও মানসিক ক্লেশ হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, অন্যথায় নিছক আইন প্রয়োগে নিয়ম ও নৈতিকতার সংরক্ষণ ও বিকাশ অপেক্ষা অধিকতর নৈরাজ্য ও দুর্নীতির দাপট যে বাড়বে এতে সন্দেহ নেই। আর এতে বিদ্যার্জনের স্পৃহা হ্রাস পেয়ে দেশে শিক্ষার হারও যে কমবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

—মুহম্মদ আলমগীর